দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালীপনার আরও একটি নিদর্শন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালীর জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ/বর্জন শিক্ষাকে চরম সংকটে নিপতিত করেছে। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত আরও একটি বামসুলভ সিদ্ধান্ত হলো– সরকারি/বেসরকারি স্কুল/কলেজ–গুলোতে এল,পি,আর,এ যাওয়া বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের কয়েক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান। ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে উক্ত বিষয়ের জন্য ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি ছাড়াও জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যাপকভাবে সিলেবাসভুক্ত হয়েছে এবং আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য বিশেষত সরকারি কলেজগুলোতে পড়ালেখা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বেও স্কুলগুলোতে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগদান করা হতো। কোন বিষয়ভিত্তিক নয়। তারা ইংরেজিসহ প্রায় সকল বিষয়ে কোন না কোন শ্রেণীতে পাঠদান করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা হলে বিপুলসংখ্যক অবসারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তির দাবিদার হবেন। এটা শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির পরিপন্থী। বিগত দুটি বি,সি,এস (স্পেশাল) শিক্ষা পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্য হতে অধিক সংখ্যায় নিয়োগদান করে ইংরেজি শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করা যেত এবং ভবিষ্যতেও কলেজগুলোর জন্য এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করে সত্বর নিয়োগদান করা যেতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান কোন স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। এরূপ একটি দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ নীতিও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ হতাশাগ্রস্ত হবেন এবং শিক্ষাদানে আগ্রহ হারাবেন। এ বিষয়টির প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, সরকারি/বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষক সংগঠন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং সংবাদপত্র–গুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

মোঃ আবুল ফজল
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।